ইব্রাহিম (আ.)’ কার শিয়া (অনুসারি)’ ছিলেন?

এইচ,এইচ,এস আসিফ আলী ইমামী

সাউজন্যেঃ
মক্তবে সাকালাইন (বাংলাদেশ)

maqtabethaqalayn.com

“মক্তবে সাকলাইন” এর লক্ষ

মক্তবে সাকালাইন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের শিয়া মুসলিম সমাজকে কুরআন ও আহলুল বাইত (আ.) এর প্রকৃত শিক্ষা অনুযায়ী শক্তিশালী করা এবং সত্যের আলোকে দীক্ষিত করা। আমরা এমন একটি জ্ঞানভিত্তিক পরিবেশ তৈরি করতে চাই যেখানে আহলে বাইতের (আ.) মহান আদর্শ প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণ করা হবে। আমাদের প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো—

✅ আহকাম ও ফিকহ প্রচার: শিয়া ইসলামের সঠিক মাসআলা-মাসায়েল (আহকাম) এবং ইসলামী বিধিবিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান।

✅ দোয়া ও ইবাদতের শিক্ষা: আহলুল বাইতের (আ.) শিক্ষা অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, আমল ও ইবাদতের প্রচার ও অনুশীলনকে সহজতর করা।

✅ সঠিক আকিদা প্রচার: শিয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে যেকোনো অপপ্রচার ও ভুল ব্যাখ্যার যৌক্তিক ও তথ্যভিত্তিক জবাব প্রদান।

✅ অথেন্টিক হাদিসগ্রন্থের অনুবাদ: শিয়া ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ হাদিসগ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

অন্তর্দৃষ্টির আলো

✅ তরুণ সমাজকে আলোকিত করা:
নবপ্রজন্মের কাছে আহলুল বাইতের (আ.) শিক্ষা ও আদর্শ পৌঁছে দিয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গড়ে তোলা।

আমাদের এই মহৎ উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে আপনাদের দুয়া ও সমর্থন প্রয়োজন। আসুন, আমরা সবাই মিলে কুরআন ও আহলুল বাইতের (আ.) নিখুঁত শিক্ষার আলোকে একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলি।
📖 মক্তবে সাকালাইন – সত্য ও জ্ঞানের পথে আপনার সঙ্গী!

প্রকাশকালঃ ১৯/০৩/২০২৫
প্রকাশনায়ঃ মক্তবে সাকালাইন (বাংলাদেশ)
লেখকঃ এইচ,এইচ,এস, আসিফ আলী ইমামী
বিঃদ্রঃ কপিরাইট ইস্যু করা আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উৎসর্গ

এই বইটি আমি উৎসর্গ করছি—
বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম)-কে, যিনি সত্য, ন্যায় ও শান্তির দিশারী।
তাঁর (সা.) উত্তরসূরি, আল্লাহর সিংহ, সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক, ইসলামের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, আমীরুল মুমিনীন হযরত আলি (আলাইহিস সালাম)-কে, যিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের ঝান্ডা উঁচু করে রেখেছেন।
তাঁর (সা.) পরম আদরের কন্যা, ত্যাগ ও পবিত্রতার প্রতীক, জান্নাতের নারীদের নেত্রী, ফাতিমা যাহরা সালামুল্লাহি আলাইহা-কে।
জান্নাতের শ্রেষ্ঠ যুবকদের নেতা, ত্যাগের মূর্ত প্রতীক, রাসূলের দুই নাতি, শান্তি ও বিপ্লবের আলোকবর্তিকা, ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আলাইহিমাস সালাম)-কে, যাঁদের জীবন ছিল ইসলাম রক্ষার এক অনন্য উদাহরণ।

এবং তাঁদের পবিত্র বংশধর থেকে আগত নয়জন নিষ্পাপ ইমামকে, যাঁরা প্রতিটি যুগে সত্য ও ন্যায়ের মশাল বহন করেছেন।

বিশেষ করে আমি এই বইটি উৎসর্গ করছি সেই প্রতীক্ষিত নেতাকে, যিনি বাকিয়াতুল্লাহ, নবী ও রাসূলদের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংরক্ষিত, জালিমদের শিকড় উপড়ে ফেলার জন্য নির্ধারিত, পৃথিবীতে ন্যায়বিচার ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষমান— ইমাম মাহদী (আল-আজজালুল্লাহু ফারাজাহু)।

হে আল্লাহ! তুমি মাওলা ইমাম মাহদী (আল-আজজালুল্লাহু ফারাজাহু)' কে আমাদের মাঝে দ্রুত প্রেরণ করো, তাঁর মাধ্যমে পৃথিবীকে শান্তি ও ন্যায়বিচারের আলোয় উদ্ভাসিত করো। আমাদের অন্তরকে তাঁর ভালোবাসা ও অনুসরণের আলোয় আলোকিত করো।

ইব্রাহিম (আ.)’কার শিয়া ছিলেন?

شرف الدين التحفي، قال: روي عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه قال: «قوله عز و جل و إن من شيعيه لإبراهيم أي إن إبراهيم (عليه السلام) من شيعة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)، فهو من شيعة على (عليه السلام)، وكل من كان من شيعة على فهو من شيعة النبي (صلى اللّٰه عليهما و على ذريتهما الطيبين)».

শরফুদ্দীন আন-নাজাফি বলেছেন:
"আমাদের মাওলা ইমাম জাফর সাদিক (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: 'পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহর বাণী— "নিশ্চয়ই ইব্রাহিম তাঁর (নূহের) অনুসারীদের মধ্যে ছিলেন" (সুরা আস-সাফফাত: ৮৩) এর অর্থ হলো— ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহি) এর অনুসারী ছিলেন, সুতরাং তিনি আলী (আলাইহিস সালাম)-এরও অনুসারী ছিলেন। আর যে-ই আলী (আলাইহিস সালাম)-এর অনুসারী,

সে-ই নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহি) এর অনুসারী।
(📚সুত্রঃ তাউইল এ আয়াত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা-৮/৪৯৫)

قال: و يؤيد هذا التأويل أن إبراهيم (عليه السلام) من شيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) ما رواه الشيخ محمد بن العباس، عن محمد بن وهبان، عن أبي جعفر محمد بن علي بن رحيم، عن العباس بن محمد، قال: حدثني أبي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم، قال: سأل جابر بن يزيد الجعفي جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) عن تفسير هذه الآية و إن من شيعته الإبراهيم.

এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা হল—
শেখ মুহাম্মাদ ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি মুহাম্মাদ ইবন ওহবান থেকে, তিনি আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন রহীম থেকে, তিনি আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি হাসান ইবন আলী ইবন আবু হামযা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবু বাসির ইয়াহইয়া ইবন আবি আল-কাসিম থেকে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন:
জাবির ইবন ইয়াজিদ আল-জুফি ইমাম জাফর সাদিক (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে এই আয়াত — "নিশ্চয়ই ইব্রাহিম তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ছিলেন" **(সুরা আস-সাফফাত: ৮৩)** সম্পর্কে ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলেন।

فقال (عليه السلام): «إن اللّٰه سبحانه لما خلق إبراهيم (عليه السلام) كشف له عن بصره، فنظر، فرأى نورا إلى جنب العرش فقال: إلهي، ما هذا النور؟ فقيل له: هذا نور محمد صفوتي من خلقي.

তখন ইমাম (আলাইহিস সালাম) বললেন:
যখন পরাক্রমশালী ও মহান আল্লাহ ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তিকে উন্মুক্ত করে দিলেন। ফলে তিনি দেখলেন যে একটি নূর আরশের পাশে উপরে উঠছে। তখন তিনি বললেন: 'হে আমার প্রতিপালক! এই নূর কী?'

আল্লাহ তাআলা তখন ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-কে বললেন: 'এটি হল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহি)-এর নূর, যিনি আমার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

و رأى نورا إلى جنبه، فقال: إلهي، وما هذا النور؟
فقيل له: هذا نور علي بن أبي طالب ناصر ديني.

তিনি (ইব্রাহিম) দেখলেন যে, তাঁর পাশে একটি নূর রয়েছে। তখন তিনি বললেন: "হে আমার প্রতিপালক! এই নূর কী?"
তখন বলা হলো: "এটি হলো আলী ইবন আবি তালিবের নূর, যিনি আমার ধর্মের সাহায্যকারী।"

و رأى إلى حبهما ثلاثة أنوار، فقال: إلهى، وما هذه الأنوار؟ فقيل له هذا اور فاطمة، فطمت تحيها من المارة و تير ولديها الحسن والحنين و رأى تسعة أنوار قد حقوا هم؟ فقال إلي و ما هذه الأنوار السعة قبل يا إبراهيم هؤلاء الأئمة من ولد على وفاطمة

তিনি ওই দুই নূরের পাশে তিনটি নূর দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন: "হে আমার প্রতিপালক! এই নূরগুলো কী?"
তখন বলা হলো: "এটি ফাতিমার নূর। তিনি তার ভালোবাসার অনুসারীদের জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন। এবং এ দুটি নূর তার দুই পুত্র হাসান ও হুসাইনের নূর।"
এরপর তিনি দেখলেন যে, তাদের চারপাশে নয়টি নূর রয়েছে। তখন তিনি বললেন:

"হে আমার প্রতিপালক! এই নয়টি নূর কার?"

আল্লাহ তাআলা বললেন: "হে ইব্রাহিম! তারা হলেন আলী ও ফাতিমার বংশ থেকে আগত ইমামগণ।"

فقال إبراهيما الي بحق هؤلاء الخمسة، إلا ما عرفي من النسعة تقبل با ابراهيم، أولهم على من تحسين و اللّٰه محمد و اينه عمره و اينه موسى و آينه على و ابنه محمد، و اينه على و ابنه احسن و الحجة العالم ايه

তখন ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) বললেন: "হে আমার প্রতিপালক! এই পাঁচজনের সম্মানের বিনিময়ে, আমাকে সেই নয়জন সম্পর্কে জানিয়ে দিন।"

আল্লাহ তাআলা বললেন: "হে ইব্রাহিম! প্রথমজন হলেন আলী, তার পর হাসান, এরপর হুসাইন, তারপর তার পুত্র আলী (জাইনুল আবেদিন), এরপর তার পুত্র মুহাম্মাদ (বাকির), এরপর তার পুত্র জাফর (সাদিক), এরপর তার পুত্র মুসা (কাশিম), এরপর তার পুত্র আলী (রেজা), এরপর তার পুত্র মুহাম্মাদ (জাওয়াদ), এরপর তার পুত্র আলী (হাদি), এরপর তার পুত্র হাসান (আসকারী), এবং সর্বশেষ হলেন হুজ্জাতুল আলম (ইমাম মাহদি) যিনি দুনিয়ায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।"

فقال ابراهيم إلي و سيدي، أرى الموارا قد أحدقوا بهم لا تحصى عددهم إلا أنت؟ قبل يا إبراهيم، هؤلاء شيعتهم شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

তখন ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) বললেন: "হে আমার প্রতিপালক ও আমার মনিব! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তাদের চারপাশে অসংখ্য নূর পরিবেষ্টিত হয়েছে, যাদের সংখ্যা একমাত্র আপনিই জানেন। এরা কারা?"

আল্লাহ তাআলা বললেন: "হে ইব্রাহিম! এরা হলেন তাদের অনুসারীরা— আমিরুল মুমিনিন আলী ইবন আবি তালিব (আলাইহিস সালাম)-এর শিয়া।"

فقال إبراهيم و هم تعرف شيعته؟ فقال: بصلاة إحدى وخمسين و الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، و القنوت قبل الركوع، و التحتم في اليمين.

তখন ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) বললেন:
"কীভাবে তাদের শিয়াদের (অনুসারীদের) চেনা যাবে?"
আল্লাহ তাআলা বললেন: "তারা ৫১ রাকাত নামাজ আদায় করে, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' উচ্চস্বরে পড়ে, রুকুর আগে কুনুত পড়ে এবং ডান হাতে আংটি পরিধান করে।"

فعند ذلك قال إبراهيم: اللهم اجعلني من شيعة أمير المؤمنين. قال: فأخبر الله في كتابه، فقال: و إن من شيعته لإبراهيم».

তখন ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) বললেন: "হে আল্লাহ! আমাকে আমিরুল মুমিনিন আলী (আলাইহিস সালাম)-এর শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

তখন আল্লাহ তা'আলা তা গ্রহণ করলেন এবং নিজের কিতাবে ঘোষণা করলেন:
"নিশ্চয়ই ইব্রাহিম তাঁর (নূহের) অনুসারীদের মধ্যে ছিলেন।" (সুরা আস-সাফফাত: ৮৩)
(📚সুত্রঃ তাউইল এ আয়াত, খণ্ড ২, ৯/৪৯৬)

ثم قال شرف الدين و مما يدل على أن إبراهيم (عليه السلام) و جميع الأنبياء و المرسلين من شيعة أهل البيت (عليهم السلام)، ما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «ليس إلا اللّٰه و رسوله، و نحن و شيعتنا، و الباقي في النار».

তারপর শারফুদ্দিন বলেন: যা প্রমাণ করে যে ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) এবং সকল নবী ও রাসূলগণ আহলুল বাইতের (আলাইহিমুস সালাম) শিয়া ছিলেন, তার মধ্যে একটি হলো যা ইমাম আস-সাদিক (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন:
"আল্লাহ, তাঁর রাসূল, আমরা (আহলুল বাইত) এবং আমাদের শিয়ারা ছাড়া সকলেই জাহান্নামে।"
(📚সুত্রঃ তাউইল এ আয়াত, খণ্ড ২, ১০/৪৯৭)

শিয়াদের বৈশিষ্ট্য

و قَالَ رَجُلٌ لِعَلي بن الحسين ع: يا ابن رسول اللّٰه
أنا من شيعتكم الخلص - فقال له: يا عبد اللّٰه -
فَإِذَنْ أَنتَ كإبراهيم الخليل ع الذي قال اللّٰه فيه:
وإن من شيعته الإبراهيم، إذ جاء ربة بقلب سليم

এক ব্যক্তি ইমাম আলী ইবনে হুসাইন (আলাইহিস সালাম)-কে বলল:
"হে রাসূলের পুত্র! আমি আপনাদের খাঁটি শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত।"

তখন ইমাম (আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন:
"হে বান্দা! তাহলে তুমি তো সেই ইব্রাহিম খলীল (আলাইহিস সালাম)-এর মতো, যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:
'আর নিশ্চয়ই ইব্রাহিম তাঁর শিয়াদের মধ্যে ছিলেন, যখন তিনি তাঁর প্রভুর কাছে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আসলেন।'

فإن كان قلبك كقلبه فأنت من شيعتنا و إن لم يكن قلبك كقلبه، وهو طاهر من العش و العل فأنت من محبينا و إلا فإلك إن عرفت أنك بقولك كاذب فيه، إنك لعبتلى بفاتح لا يفارقك إلى الموت أو الخدام ليكون كفارة لكذبك هذا.

"যদি তোমার হৃদয় ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর হৃদয়ের মতো হয়, তাহলে তুমি আমাদের শিয়া। আর যদি তোমার হৃদয় তাঁর হৃদয়ের মতো না হয়—যা আশক্তি (عِشْ) ও কলুষতা (عَلَ) থেকে পবিত্র ছিল—তাহলে তুমি আমাদের শুধু প্রেমিকদের অন্তর্ভুক্ত।

আর যদি এমনও না হও, তবে তোমার জন্য দুর্ভোগ! কারণ যদি তুমি জানো যে তুমি মিথ্যা বলছ, তাহলে তোমার এই কথার শাস্তি স্বরূপ, হয় এমন এক ব্যাধি তোমার সঙ্গে লেগে থাকবে যা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমাকে ছাড়বে না, অথবা তুমি দাসত্বে নিপতিত হবে, যাতে এটি তোমার এই মিথ্যার কাফফারা হয়ে যায়।"

وعين منك على الكذب يا عبد الله، أمالك معك تنفقه على نفسك أحب إِلَيْكَ أَمْ تُنْفِقُه عَلَى إِخْوَانِكَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: بَلْ أَنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِي.

ইমাম বাকির (আলাইহিস সালাম) বলেছেন:
এক ব্যক্তি অন্যের ওপর গর্ব করল এবং বলল:
"তুমি আমার সাথে গর্বের প্রতিযোগিতা করছ, অথচ আমি পবিত্র آل মুহাম্মদ-এর শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত!"

তখন ইমাম বাকির (আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন:
"কাবার প্রভুর শপথ! তুমি তার ওপর গর্ব করোনি, বরং তোমার চোখ তোমার মিথ্যার দিকে বন্ধ হয়ে গেছে, হে আল্লাহর বান্দা!

বল তো, তোমার সম্পদ তোমার নিজের জন্য ব্যয় করা তোমার কাছে বেশি প্রিয়, নাকি তা তোমার মুমিন ভাইদের জন্য ব্যয় করা?"
সে বলল: "বরং আমি আমার নিজের জন্যই তা ব্যয় করব।"

قال: فلست من شيعتنا، فإنا نحن ما لنفق على المنتجلين من إخوانا - أحب إلينا من أن تنفق على ألفينا و لكن قل: أنا من تحييكُمْ وَ مِنَ الرَّاجِينَ لِلنَّجَاةِ بمحينِكُمْ... إِنَّ شيعتنا من شيعنا، وَ اتَّبَعَ آثارُنَا، وَ اقْتَدَى بِأَعْمَالِنَا

ইমাম বাকির (আলাইহিস সালাম) বললেন:
"তাহলে তুমি আমাদের শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত নও। কারণ আমাদের কাছে আমাদের সম্পদকে আমাদের অভাবী মুমিন ভাইদের জন্য ব্যয় করা —নিজেদের জন্য ব্যয় করার চেয়ে অধিক প্রিয়।

তবে তুমি বলতে পারো: 'আমি তোমাদের বন্ধু এবং তোমাদের আশ্রয়ের দিকে ধাবিতদের অন্তর্ভুক্ত।'

নিশ্চয়ই আমাদের শিয়ারা তারাই, যারা আমাদের অনুসরণ করে, আমাদের পদচিহ্ন ধরে চলে এবং আমাদের হাদিসের অনুসরণ করে।
(📚 সুত্রঃ তাফসির ইমাম হাসান আসকারি, পৃষ্ঠা ১৫৫, ১৫৬)

علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبو العباس، قال: حدثنا محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «ليهنئكم الاسم. قلت: و ما هو جعلت فداك؟ قال: «الشيعة». قيل: إن الناس يعيروننا بذلك؟ قال: «أما تسمع قول اللّٰه: وإن من شيعته الإبراهيم، وقوله: فاستغاثه الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي من عدوه فليهنئكم الاسم».

আলী ইবনে ইব্রাহিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমাকে আবুল আব্বাস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:
আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসা থেকে, তিনি নাযর ইবনে সুয়াইদ থেকে, তিনি সামা‘আ থেকে, তিনি আবু বাসির থেকে, এবং তিনি আবু জাফর (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন:
"তোমাদের জন্য এই নাম (উপাধি) মোবারক হোক।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "হে আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! সেটি কী?"
তিনি বললেন: "শিয়া।"
লোকেরা বলল: "মানুষ তো আমাদের এই নামে উপহাস করে!"
তিনি বললেন: "তোমরা কি আল্লাহর এই বাণী শোননি?

‘নিশ্চয়ই ইব্রাহিম তার শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।’ (সূরা আস-সাফফাত: ৮৩)
এবং আল্লাহ বলেছেন:

‘অতঃপর সে ব্যক্তি, যে তার শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করল।’ (সূরা আল-কাসাস: ১৫)
তাহলে তোমাদের জন্য এই নাম মোবারক হোক!"
(📚সুত্রঃ তাফসির কুম্মি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৩)

ওয়েবসাইট লিংক ক্লিক

ফেসবুক পেইজ লিংক ক্লিক

বিভিন্ন তথ্য এবং pdf টেলিগ্রাম লিংক ক্লিক

ইসলামিক ভিডিও দেখতে ইউটিউব লিংকে ক্লিক করুন

ইসলামি সফরে একটিভ থাকতে আমাদের গ্রুপে যুক্ত হউন

Allama Mashuque Ali — Asif Ali Imamy